ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

সিভিল সার্ভিস, প্রশাসনের কাছে জনগণের প্রত্যাশা

গাজী মিজানুর রহমান*

Civil Service, Expectation of people to Administration

Gazi Mizanur Rahman

Abstract : The present write-up speculates on the function and criticism of the Administration Cadre officers so far as their approach to people and politics is concerned. Democratic thoughts and activities respect for the political leaders as local elite, commitment to enforce law equally upon all citizens are specially emphasized.

আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য স্বল্পকালের। অতীতে আদর্শের রাজনীতি-চর্চা এখানে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। রাজনৈতিক অংগনে মাঝে মাঝে শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে এবং সেই শূন্যতা পূরণে সকল রাজনৈতিক মহলের সার্বিক অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার সুযোগে চিহ্নিত কিছু উপসর্গ রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে। ফলে রাজনীতির প্রতি মানুষের সর্বময় আস্থার ভিত গড়ে উঠতে সময় লাগছে এবং এই সর্বময় আস্থার অভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রশাসন চালানোর কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে 'আমলা' বলে দূরে ঠেলে দিয়ে জনগণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না। দুঃসময়ের সাথী হিসেবে তাদেরকে মনে মনে হাতের পাঁচ হিসেবে ধরে রাখতে হচ্ছে। তাই উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে আমাদের দেশ প্রশাসন চালানোর কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাছে জনগণের চাহিদা বেশী।

প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিগণও তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছেন, জনগণের সাথে মিশতে হবে এবং তাদের হৃদস্পন্দন বুঝে কাজ

* উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা।

করতে হবে। তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি এসেছে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক যে সমস্ত সি,এস,পি, বা ই,পি,সি,এস, অফিসার এদশে ছিলেন তাদের কেউ কেউ সরাসরি যুদ্ধে যোগ দিয়ে, কেউ কেউ পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে মানুষের মন জয় করতে সুযোগ পেয়েছিলেন। চাকরির লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রথম পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছিলেন ইতিহাস তাদের চিরকাল মনে রাখবে। আর যারা চাকরিতে থেকেও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন যুগিয়েছিলেন তাদের অবদানও কম ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিভিল সার্ভিস প্রশাসনের ঐসব কর্মকর্তা এবং তাদের উত্তরসূরীরা মানুষের কাছাকাছি আসার এবং বৃহত্তর জনগণের সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়ার ঐতিহ্যকে ধরে রেখে সামনে এগিয়েছেন।

ঔপনিবেশিক আমলে বা পাকিস্তানী আমলে কাজ করা প্রশাসনের অফিসারদের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশে দায়িত্ব-পালনকারী অফিসারদের মননে তাই অনেক ব্যবধান। এই প্রজন্মের অফিসারগণ আগের চেয়ে অনেক বেশী গণতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ, অনেক বেশী জনগণমুখী, অনেক বেশী আত্মপ্রচারবিমুখ, অনেক বেশী সাধারণ জীবন-যাপনকারী, অনেক বেশী মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতাসম্পন্ন। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের অথবা সামরিক শাসনের অধীন আমলাতন্ত্রের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল জনবিচ্ছিন্ন থেকে ক্ষমতাসীনকে মদদ দেয়া। এই নীতি বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। তদস্থলে স্বাধীন দেশের মানুষের ভালমন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িত করার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এর অফিসারদের দায়বদ্ধতা এখন দুই রকমের। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় ক্ষমতাসীন দলকে সহায়তা দান তার দায়বদ্ধতার প্রথম অংশ। এ দায়বদ্ধতা তার মগজ থেকে হাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু অন্য যে দায়বদ্ধতা তা হৃদয়ে, জনকল্যাণ শব্দ দিয়ে যা বোঝানো হয়, সেই মহাবিবেকের কাছে।

আমাদের দেশে দীর্ঘকালীন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার অভাবে দেশের

প্রতিটি স্তরে রাজনীতি-বৃক্ষ আস্থার শিকড় গাড়তে পারেনি বলে নিচের স্তরগুলোতে এখানো রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি প্রশাসনের অফিসারদেরকে জনগণ দেখতে চায়। রাজনৈতিক নেতার কর্মকাণ্ড যাতে পর্যালোচিত ও পরীক্ষিত হওয়ার মত একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকে, তার জন্যই এই চাওয়া। জনগণের এই প্রত্যাশাগুলোকে প্রশাসনের যে সব কর্মকর্তা নিজ দায়িত্ব পালনের সময় মনে রাখেন, তারাই পারেন তথাকথিত আমলা, যে অর্থে 'আমলা' শব্দটিকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তার খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে। তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এমন এক অবস্থানে, যেখান থেকে তাদের জোর করে সরালে জনগণের মন নড়ে ওঠে ও পরবর্তী ভোটের সময় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অপরদিকে ক্ষুদ্র স্বার্থকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে যারা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে চান তাদেরকে জনগণের চোখে হেয় হতে হয়। ঐ সব কর্মকর্তা পুরোনো কর্মস্থলে ফিরে এলে বুক টান করে চলতে পারেন না, পুরোনো কর্মস্থলে ভিজিটকে তারা এড়িয়ে চলেন। মনে রাখা উচিত যে, উপজেলা প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন বা কোন সংস্থার প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভালো কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে তা একসময় মূল্যায়ন হবেই। প্রতিকূল অবস্থার কারণে কাজ করতে ব্যর্থ হলে সেটুকু জনগণ বোঝে এবং মূল্যায়ন করে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি বিভিন্ন সংঘ, সমিতি, সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন ঘটে থাকে। এইগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ না দিয়ে প্রশাসন চালানোর কাজে তাদের সহযোগিতা পাওয়ার মত বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াই কাম্য। প্রশাসনের অফিসারদের ধারণায় ওইসব মানুষকে সুশীল ভদ্রলোকের মর্যাদা দান এবং তাদের ধারণায় অফিসারটি তাদের শত্রু নয়, তাদেরকে মূল্য দেয়, এরূপ পারস্পরিক শ্রদ্ধার অবস্থান সৃষ্টি হওয়া একান্তভাবে কাম্য। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ যে যেখানে আছেন, কাজের সময় সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার সুযোগ তাদের রয়েছে। কোন বিষয়ে কেউ

আলোচনা করতে চাইলে এবং মতামত দিতে চাইলে তা ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করে তাকে যুক্তি দিয়ে স্বমতে আনা অথবা তার যুক্তি ভালো হলে তা গ্রহণ করার মানসিকতা সকলের থাকতে হবে। একমাত্র বিচার বিভাগীয় কাজে কারো সাথে আলোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিচার সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই আজকাল মানুষ কথা বলতে চায় বেশী। জামিনের তদ্‌বিরের মাধ্যমে যেভাবে সারা দেশের সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এর কর্মকর্তাদের বিব্রত করা হয়, তাতে জেলা প্রশাসক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্মস্থলে যোগ দেয়ার আগে এই বিষয়টি নিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী ভাবিত হন।

প্রশাসন ক্যাডারের চাকরিতে যারা যোগ দেন ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার প্রতি তাদের একটা আকর্ষণ থাকে। এই আকর্ষণের জন্য অন্য ক্যাডারের চেয়ে প্রশাসন ক্যাডারকে তারা আগে বেছে নেন। অন্যান্য ক্যাডারের বড় বড় পোষ্টের লোকদের সাধারণ মানুষ না চিনলেও ম্যাজিস্ট্রেটদের চেনে। সার্বিকভাবে যে কাজগুলি জনগুরুত্বপূর্ণ সকলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থেকে প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারগণ সেই কাজগুলি সম্পন্ন করেন। পরীক্ষা পরিচালনা করা, নির্বাচন পরিচালনা করা, বড় বড় সভা-সমাবেশে আইন-শৃঙ্খলার কাজ তদারক করা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, মহামারী, নদী ভাঙ্গনের সময় দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা, এইসব কাজের মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারবৃন্দকে জনগণের কাজে আসতে হয়। জনগণ বিশ্বাস করে প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারবৃন্দকে জনগণের কাছে আসতে হয়। জনগণ বিশ্বাস করে প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারগণ শুধুই অফিসার নন, তারা ম্যাজিস্ট্রেটও। ম্যাজিস্ট্রেট যে কাজই করুক না কেন, তার পশ্চাতে একটি আইনী বা পদ্ধতিগত শৃংখলাবোধ ও ন্যায়বোধের তাড়না থাকে। এই কারণেই অন্যান্য ক্যাডারের অফিসারগণের সম্পাদিত কাজেও অনেক সময় জনগণের কাছে স্বচ্ছতার আশায় প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারদের সম্পৃক্ত রাখা হয়। পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র হেফাজত করা, টেন্ডার বিষয়ক লটারীতে উপস্থিত থাকা, বিতর্কিত মালামালের তালিকা প্রস্তুত করা, খাদ্য গুদাম যাচাই করা, এই রূপ অনেক কাজে ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিজস্ব বিভাগীয় সম্পৃক্ততা না থাকলেও দায়িত্ব পালন করতে হয়। জনগণের কাছে অধিকতর স্বচ্ছতার আশায় ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বা প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে

এসব কাজে জড়িত করা হয়। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রতি জনগণের এই আস্থা সমুন্নত রাখা এই ক্যাডারের অফিসারদের পবিত্র দায়িত্ব।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী প্রশাসন চলে। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে সংসদে পাশকৃত আইন, মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনযন্ত্র চালাবার কাজে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সরকারের নীতি বাস্তবায়নমূলক যে কোন কাজে স্থানীয় নেতৃত্বের পরামর্শ থাকলে তা অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে দেখা কর্তব্য। কিন্তু বিদ্যমান আইন এবং নীতিমালার পরিপন্থী কোন পরামর্শ যথাসম্ভব কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া প্রশাসনের কর্মকর্তার কাজ। শ্রদ্ধা-প্রকাশ যেন তোষণমূলক ভাঁড়ামির পর্যায়ে উপনীত না হয়-তা খেয়াল রাখা উচিত। ক্ষমতাসীনকে তোষণ এবং চাটুকারিতার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পদধারী প্রশাসনিক কর্মকর্তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেলে সার্বিক প্রশাসনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সংকটের সময়ে বিরোধী অবস্থানের মানুষগুলো চরম অবস্থানে চলে যায়। পকেটস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার কথায় তখন কেউ কর্ণপাত করে না। অতএব, প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার এমন একটি ভাবমূর্তি গড়ে উঠা উচিত যাতে ক্ষমতাসীন দল যদি কোন ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের সাথে নেগোসিয়েট করতে চায়, সেই নেগোসিয়েটিং আইস-ব্রেকার যেন প্রশাসনের কর্মকর্তাটি হতে পারেন তার এরূপ গ্রহণযোগ্যতা থাকা উচিত।

ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো যেমন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব তেমনি বিরোধী পক্ষকে অগণতান্ত্রিক আগ্রাসন থেকে যথাসম্ভব সুরক্ষা দেয়া প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাজ। সংবিধান এবং আইনের শাসন এই সুরক্ষার স্বীকৃতি দেয়। সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা কম চিন্তা করেন, তারাই এইরূপ অবস্থান নিতে পারেন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা কোন ইজম্ বা শ্লোগানের বশংবদ নয়, যারা কেবলই ভোটার এবং যারা জানে সরকারী দল ও বিরোধী দল জাতির দুটি হাত, তারা ওইসব কর্মকর্তাকে ভালোবাসেন। অনুদিকে, ক্ষমতায় থাকার সময় ক্ষমতার দাপটে যারা কাজ করিয়ে নিতে না পেরে গালাগাল করেন বা

নিবর্তনমূলক পোষ্টিং এর ব্যবস্থা করেন, তারাও কর্মকর্তাটি যে ভালো অফিসার ছিলেন, তা স্বীকার করেন; তবে তা সময়ের ব্যবধানে, যখন ক্ষমতার বলয় থেকে বাইরে চলে গিয়ে বিরোধী শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়, তখন। সে সময় তারা বুঝতে পারেন যে, ক্ষমতাসীন দলের লোকের কথায় কাজ করতে গিয়ে যারা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে কিছু কিছু কাজ করতে পারেন না, তারাই আসলে ভালো অফিসার।

প্রশাসন শব্দটি আজকাল এত বেশী ব্যবহৃত হয় যে, কোন্‌টি আসল প্রশাসন তা বুঝে ওঠা মুস্কিল। আসল প্রশাসনের সাথে আবার 'প্রশাসন' কথাটা না রাখার জন্য অনেকেই মত দিয়ে থাকেন। যাই হোক না কেন, 'প্রশাসন' শব্দটির সাথে রাজা-মহারাজা, জমিদার বা স্বৈরাচারী শাসনের কোন মিল নেই। প্রশাসন বলতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন পদ্ধতিকে বুঝানো হয়ে থাকে, যা জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার (নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত) অধীন। প্রশাসনের অফিসারদের তাই আত্মশ্লাঘা হওয়ার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি 'প্রশাসন' শব্দটির প্রতি অন্যদের স্পর্শকাতর হওয়ারও কোনো কারণ নেই। সংবিধান, আইন, বৈধ কর্তৃপক্ষের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের অধীনে 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছে' এটা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক দল এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করাও প্রশাসনের আর একটি মৌলিক কাজ। এর মধ্যে খবরদারিমূলক আচরণ করার সুযোগ প্রশাসনের অফিসারদের নেই।

তথ্য নির্দেশিকা

The Consititution of the People's Republic of Bangladesh.

Muzaffar Ahmed, Choudhury (1969), ***The Civil Service in Pakistan.*** NIPA, Dhaka.

Naquib Muslim, Syed (1997), ***The Art of Modern Administration,*** BIAM, Dhaka.

Muhit, A. M. A. (1968), ***The Deputy Commissioners in East Pakistan,*** NIPA, Dhaka.